International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 172-179
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.209

বৌদ্ধ দর্শনের আলোকে পুদ্গলবাদ সমীক্ষা

মোঃ জুবাইর সেখ
গবেষক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 04.03.2026; Accepted: 09.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The debate over the existence of pudgala or person in Buddhist philosophy is an important topic that has been discussed in depth in the discourse. Early Buddhist sects, called pudgalavādins, believed that the pudgala is an undefined and unchanging entity, existing in a continuum of life experiences. pudgalavādins carefully explain the relationship of pudgala to Skandha, which prevents misconceptions in Spiritism. Their logical argument is that the transmission of existence without pudgala is inconceivable. They cite the Buddha in support of the existence of pudgalas, although the Theravādins analyze these arguments and show inconsistencies between them. The Theravādins question whether pudgala is identical with material qualities, and they claim that pudgalavādins are trapped in Ucchedavāda and Sāssatavāda. The tawdry debate between the two side's shows that pudgalavādins are trying to explain life experience theoretically, where they are rejecting the existence of entities identified as pudgala or individuals. This debate is not only theoretical, but it also questions the fundamental principles of Buddhist philosophy and the concept of soul, which reflects the diversity and development of religions.

Key Words- Pudgala, Theravādins, Pudgalavādins, Reality, Ultimate Phenomenon

বিতর্কের সকল বিষয়ের মধ্যে, পুদ্গল[১] বা ব্যক্তি (আত্মা) এর অস্তিত্ব সম্পর্কিত বিষয়টি প্রাথমিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিতর্কের কারণ বলে মনে হয়। বৌদ্ধ দর্শনের ইতিহাসে পুদ্গলবাদের আলোচনা খ্রিস্ট পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর গ্রন্থ *কথাবত্থুতে* গভীরভাবে বিকশিত হয়েছে। পরবর্তী গ্রন্থগুলির সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে কিছু বিশিষ্ট বৌদ্ধ সম্প্রদায় পুদ্গল বা ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে যে দাবি তা খণ্ডন করার জন্য *কথাবত্থু* একটি সূত্রবিন্দু তৈরি করেছিল। যারা এই মতবাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তারা পুদ্গলবাদী বা 'ব্যক্তি-বাদী' নামে পরিচিত। *কথাবত্থুতে* ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত বিতর্ককে সবচেয়ে প্রাচীন হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যদিও তারনাথ কাশ্মীরে বৎস ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রচারিত আত্মাতত্ত্ব থেকে উদ্ভূত একটি পূর্ববর্তী বিতর্ককে নির্দেশ করে। প্রকৃতপক্ষে, কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তনের তথ্য অশোকের পরবর্তী সময় কালের ধরা হয়। *কথাবত্থুতে* উল্লেখিত ব্যক্তিত্বের অস্তিত্বের সমর্থকরা এই তত্ত্বের প্রথম সমর্থক বলে মনে হয়। সর্বসম্মতিক্রমে পুদ্গলবাদীদের 'বাৎসীপুত্রীয়-সম্মতীয়'[২] নামে পরিচিত একদল সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করা হয়েছে। "*কথাবত্থুর* ভাষ্য এবং অন্যান্য কিছু রচনার ভিত্তিতে, বাৎসীপুত্রীয়দের উৎপত্তি বুদ্ধের

১। পুদ্‌গল বলতে বোঝায় ব্যক্তি, পুরুষ, আত্মা, সত্ত্ব, জীব ইত্যাদিকে বোঝায়।¯ *কথাবত্থু অট্‌ঠকথা*। পৃঃ ৮

২। *কথাবত্থু অট্‌ঠকথা*। পৃঃ ৮ এবং *অভিধর্মকোশ*, নবম অধ্যায়, পৃঃ ২২৭, ২৩২।

পরিনির্বাণের পরবর্তী দ্বিতীয় শতাব্দীতে, অর্থাৎ তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির পূর্বেই বলে মনে করা হয়।" বাৎসীপুত্রীয়গন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গুলির মধ্যে একটি বিশেষ স্থানাধিকারী সম্প্রদায় কারণ তারা একটি উল্লেখযোগ্য মতবাদের উল্লেখ করেছেন তারা পুদ্‌গল নামক একটি সদ্বস্তুর অস্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন এদের মতে পুদ্গলের দ্বারায় জীবের জন্ম হয়ে থাকে এই পুদ্গল বর্ণনাতীত ও অপরিবর্তিত। স্কন্ধ ও আয়তনের সমষ্টিকে পুদ্গল,বলা হয়। পুদ্গল ছাড়া ধাতু সমূহের অবস্থান্তর সম্ভব নয়। কতক সংস্কার কোন কোন সময় বর্তমান থাকে আবার কতগুলি প্রতি মুহূর্তে বিনষ্ট হয়।[৩] পঞ্চবিজ্ঞান রাগ বা বিরাগ আনয়ন করে না। সম্মিতীয়শাস্ত্র এই সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ। বাৎসীপুত্রীয়দের থেকে বিভক্ত চারটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে, যথা ধর্মোত্তরীয়, ভদ্রযানিক, সম্মিতীয় এবং ষন্নাগারিক।

বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে সম্মিতীয় শাখার বিশেষ অবদান লক্ষ্য করা যায়। এই সম্প্রদায়টি বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর ভারতে আগমনকালে। সম্মিতীয় শাখার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা হর্ষবর্ধন। বসুমিত্রের মতে এই সম্প্রদায় খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অর্থাৎ বুদ্ধের পরি নির্মাণের ৩০০ বছর পরে প্রসার লাভ করে। ডক্টর নলিনাক্ষ দত্তের মতে সম্মিতীয়গন হর্ষবর্ধনের সময়কালে অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। হিউয়েন সাং এর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে সম্মিতীয়দের বিভিন্ন স্থানে বিস্তারের উল্লেখ পাওয়া যায় যথা- বারানসি, কর্নসুবর্ণ, সাংকাশ্য, বিশোক, ইত্যাদি। এছাড়াও মালব, সিন্ধুপ্রদেশ ও তার প্রতিবেশী অঞ্চলেও এরা ছড়িয়ে পড়ে। সম্মিতীয়দিগের সহিত অবন্তী বা মালবদেশেরও সম্পর্ক ছিল কেননা কোন কোন উপাদানে এঁদের 'অবন্তক' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আচার্য বিনীতদেবের মত অনুসারে সমিতীয় সম্প্রদায়ের তিনটি উপশাখা ছিল- কুরুকুল্লক ,অবন্তক ও বাৎসীপুত্রীয়[4]। সম্মিতীয়দের শাস্ত্র হিসেবে একটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় যা চীনা ভাষায় অনূদিত তা হল *সম্মিতীয়নিকায়শাস্ত্র* যা তাঁদের ধর্মমত গুলির সম্পর্কে বিস্তার আলোচনা পাওয়া যায়। সম্মিতীয়রাও কঠোরভাবে পুদ্গল স্বীকার করেন। হর্ষবর্ধনের (৬০৬-৬৪৭ খ্রিস্টাব্দ) সময়কালে যখন হিউয়েন সাং ভারত ভ্রমণ করেছিলেন, তখন বাৎসীপুত্রীয়-সম্মতীয়রা সবচেয়ে বিস্তৃতি লাভ করে।

কথাবত্থু গ্রন্থটি থেরবাদী এবং পুদ্গলবাদীদের মধ্যে সংঘটিত বিশদ সংলাপ উপস্থাপন করে। *কথবত্থু*তে সংরক্ষিত বিতর্ক দ্বারা প্রকাশিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে মতামতের সমস্ত পার্থক্য সত্ত্বেও, এটি লক্ষণীয় যে তাদের সকলের মধ্যে কিছু সাধারণ ধারণা রয়েছে। পুদ্গলবাদীরা, সবচেয়ে বিতর্কিত সম্প্রদায় হলেও তাঁরা বৌদ্ধ দর্শনের অপরিহার্য নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্য নিবন্ধন করতেও আগ্রহী বলে মনে হয়। বৌদ্ধধর্মের একটি মৌলিক নীতি হল- সমস্ত কিছুই শর্তযুক্ত ধর্ম, অর্থাৎ, আমাদের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার সমস্ত কারণগুলিই অনিত্য। অনিত্যতাবাদ অনুসারে সবকিছু সর্বদা পরিবর্তিত হয়। চুল্লবজ্ঞে উল্লিখিত 'ইয়ে ধম্মা হেতুপ্পভাবা' সূত্রটি সমস্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণভাবে দেখা যায়। অবশ্যই, থেরবাদী এবং সর্বস্তিবাদীরা ধারণা করেছিলেন যে অস্তিত্বের মেয়াদটি কিছু ক্ষণ নিয়ে গঠিত হবে। সৌত্রান্তিকরা যেখানে মাত্র এক মুহূর্তে (ক্ষন) বিশ্বাস করতেন। স্টচারবাটস্কির মতে, "তাৎক্ষণিক সত্তা হল সেই মৌলিক মতবাদ যার দ্বারা সমস্ত বৌদ্ধধারা এক দণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়" (এক প্রহরেন এভ)।[৫] অনিত্যতাবাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে

---

[৩]। বন্দোপাধ্যায়, অনুকূলচন্দ্র *বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম,* কলিকাতা, শ্রী মদন মোহন চৌধুরী ও শ্রী দামোদর প্রেস, পৃঃ ৭০, (১৯৮৯)

[৪]। Dutt, N, (1998) *Buddhist Sects in India,* delhi, Motilal banarsidass, p.195

[৫]। Stcherbatsky, *Buddhist Logic*, I, p.554.

জড়িত হল দুটি চরম দৃষ্টিভঙ্গি, যথা, শাশ্বতবাদ এবং উচ্ছেদবাদ। দুটি তত্ত্বকে বুদ্ধ স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যা তাঁর যুগের চিন্তাবিদদের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ছিল। থেরবাদী এবং পুদ্গলবাদীরা একইভাবে বৌদ্ধ চিন্তাধারার এই স্বভাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। উভয়ের মধ্যে বিতর্কের সময়, যেমনটি আমরা *কথাবত্থু*তে পেয়েছি, পুদ্গলবাদীরা দ্ব্যর্থহীনভাবে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। তারা পুদ্গলকে শর্তযুক্ত বা শর্তহীন উভয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন না, বরং একে সর্বদিক থেকে অসংজ্ঞায়িত বলে অভিহিত করেছেন।[৬] অদ্ভুতভাবে, পুদ্গলবাদীরা পুদ্গলের অস্তিত্বের দাবি ছাড়াও অনাত্মা মতবাদের সারমর্ম গ্রহণ করেন। পুদ্গলবাদীরা স্কন্ধের সাথে পুদ্গলের সম্পর্ককে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করার জন্য যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন যাতে আত্মার প্রতি ভ্রান্ত বিশ্বাসকে দূরে রাখা যায়। তারা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ব্যক্তি স্কন্ধের সাথে অভিন্ন নয়, তাদের থেকে আলাদা নয়, তিনি স্কন্ধের মধ্যেও নন, তাদের বাইরেও নন। এইভাবে, পুদ্গলবাদীরা অনত্মা, সৎকায়দৃষ্টি, বিপর্যয় ইত্যাদি বিষয়ে বুদ্ধ শিক্ষার সারমর্ম সংরক্ষণ করেন। পুদ্গলবাদীরা সাধারণ ধর্মগ্রন্থের সাথে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আরেকটি যোগসূত্র প্রদান করেন। তাদের মতামতের সমর্থনে পুদ্গলবাদীরা যে অনুচ্ছেদগুলি উদ্ধৃত করেছেন তার বেশিরভাগই পালি ক্যাননে পাওয়া যেতে পারে। পুদ্গলবাদীদের সুত্তপিটক মূলত পালি ভাষার সাথেই মিল থাকার সম্ভাবনা খুবই বেশি। তবে, ই-ৎসিং আমাদের জানান যে তাদের একটি পৃথক বিনয় ছিল। এই ধারার অন্তর্ভুক্ত একমাত্র রচনা হল সম্মিতীয় শাস্ত্র বা সম্মিতীয়ানিকায়শাস্ত্র যা চীনা অনুবাদে বিদ্যমান এবং এই ধারার নীতিমালা ধারণ করে। পুদ্গলবাদীরা অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের প্রামাণ্যতা স্বীকার করেছিলেন, যদিও ‘বুদ্ধ-শব্দ’ কী তা নিয়ে তাদের নিজস্ব ধারণা ছিল।

পুদ্গলবাদী তত্ত্বটি অবশ্যই তাদের দ্বারা প্রবর্তিত সবচেয়ে মৌলিক মতবাদ যার জন্য তারা পুদ্গলবাদী নাম দ্বারা আখ্যায়িত হয়েছেন। এই মতবাদের মাধ্যমে তারা নির্ধারণ করেছিলেন যে, নৈর্ব্যক্তিক ধর্ম ছাড়াও, এখনও একজন ব্যক্তি বা পুদ্গল আছে যাকে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই ব্যক্তিকে (উপলব্ধি) চূড়ান্ত অর্থে (পরমত্তেন) বাস্তবতা হিসাবে পাওয়া যেতে পারে এবং এটি প্রকৃত অভিজ্ঞতার (সচ্চিকত্থ) বস্তুতে পরিণত হতে পারে। অর্থাৎ বাহ্য বস্তুকে যে অর্থে জানা যায় পুদ্গলকেও সেই অর্থেই জানা যায়। অধিকন্তু, ব্যক্তি বাহ্যবস্তুর সাথে অভিন্ন।[৭] উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অবর্ণনীয় (অবক্তব্য। ব্যক্তি বা পুদ্‌গল হল এক ধরণের দ্রব্য যা একজন স্ব-অভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ঘটে যাওয়া ধারাবাহিক প্রক্রিয়াগুলির জন্য একটি সাধারণ ভিত্তি প্রদান করে। পুদ্গলবাদীদের মতে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটি জীবনের ঘটনাবলিতে এই ব্যক্তির ধারণা স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। এটি অনেক জীবন জুড়ে বিস্তৃত, এবং এটি কেবল একই ব্যক্তি নয়, যিনি প্রতিটি নতুন জন্মে পুনরায় আবির্ভূত হন, বরং এটি একই ব্যক্তি যিনি প্রথমে একজন সাধারণ মানুষ এবং পরবর্তীতে নির্বাণ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হন।[৮] পুদ্গলবাদীগণ তাঁদের তত্বের সমর্থনে বুদ্ধের উদ্ধৃতির উল্লেখ করেছেন, বুদ্ধ বলেছিলেন: “এই ঋষি সুনেত্র, যিনি অতীতে বিদ্যমান ছিলেন, যে সুনেত্র আমি।”25 একইভাবে, বুদ্ধ বলেছিলেন: “অতীতে আমার এমন একটি দেহ ছিল”,[৯] এখানে 'আমি' শব্দটি কেবল ‘ব্যক্তি’ বা পুদ্গলকে বোঝায়। পুদ্গলবাদীদের মতে, ব্যক্তি ছাড়া স্থানান্তর অকল্পনীয়। ব্যক্তি হলেন সেই যে এক

৬। *Kathavatthu, pp. 3ff.*

৭। *Kathavatthu, pp. 12ff*

৮। Cf. Stcherbatsky, *The Conception of Buddhist Nirvana*, p. 31

৯। *Abhidharmakośa,* IX, P. 253.

অস্তিত্ব থেকে অন্য অস্তিত্বে স্থানান্তরিত হয়। এই অর্থে যে তিনি পূর্ব স্কন্ধ ত্যাগ করেন এবং নতুন স্কন্ধ গ্রহণ করেন বা অর্জন করেন। বুদ্ধ নিজেই বলেছিলেন: "তিনি একটি দেহ প্রত্যাখ্যান করেন এবং অন্যটি গ্রহণ করেন। পুদ্গলবাদীদের দ্বারা সমর্থিত ব্যক্তির অস্তিত্বকে বিভিন্ন অবস্থার সাথে একতা হিসাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। পুদ্গলবাদীরা উল্লেখ করেছিলেন যে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তগুলিতে ধরে রাখার জন্য অনেকগুলি কারণ রয়েছে, যেমন স্মৃতি। কীভাবে একটি চিন্তা যা তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংস হয়ে যায় তা পরে মনে রাখা সম্ভব; কীভাবে এটি মনে রাখতে পারে এবং কীভাবে এটি চিনতে পারে? 'যদি আত্মা বা পুদ্গল বাস্তব না হয় তবে কে স্মরণ করে, কে ধর্মগুলিকে চিনতে পারে, কে বইগুলি আবৃত্তি করে এবং মুখস্থ করে, কে গ্রন্থগুলি পুনরাবৃত্তি করে?' একটি 'আমি' থাকতে হবে যা প্রথমে অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং তারপরে সে কী করেছে তা মনে রাখে। যদি কিছুই না থাকে, তাহলে কীভাবে কেউ কী করেছে তা মনে রাখতে পারে?"[১০] যদি কোনও ব্যক্তি না থাকে, তবে বন্ধুত্বের অনুশীলন অকল্পনীয় হত। পুদ্গলবাদীদের জোরালো যুক্তি ছিল এই যে, পুদ্গল এমন একটি আবির্ভাব যার অস্বীকারকে যুক্তিসঙ্গত কারণ দিয়ে প্রমাণ করা কঠিন। এই ধারাতেই তারা যুক্তি দেন যে পুদ্গল যদি না থাকত, তাহলে 'আদিহীন সংসার'কে পার করত? সবশেষে, পুদ্‌গলবাদীরা এমন প্রামাণিক উল্লেখের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা তাদের ব্যক্তি বা আত্মতত্ত্বকে সমর্থন করে বলে মনে হয়। তারা প্রায়শই উদ্ধৃতি দেন: "এক ব্যক্তি (এক- পুদ্গল) যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন তখন তিনি বহুজনের কল্যাণের জন্য জন্মগ্রহণ করেন। সেই একক ব্যক্তি কে? তিনি হলেন তথাগত। একইভাবে, আমাদের কাছে আছে: 'সর্বাধিক সাতবার পুনর্জন্মের পর, একজন ব্যক্তি দুঃখের অবসান ঘটান এবং সমস্ত বন্ধন ছিন্নকারী হয়ে ওঠেন।"[১১] তারপর পুদ্‌গলদের শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য কিছু সূত্র ছিল। এমনকি অভিধর্মেও আট ধরণের সাধুকে সাধারণত 'আট ব্যক্তিত্ব' (পুদ্গল) বলা হত, *ভারহারসূত্র*-[১২] পুদ্গলবাদীদের মতবাদের সপক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি প্রদান করে। এটি লক্ষণীয় যে এই অনুচ্ছেদটি ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থ *ন্যায়বৃত্তিকা* উল্লেখ করা হয়েছে। 'ভারহরসূত্র'-এর প্রশ্নের অংশটি পুদ্গলবাদী যথেষ্ট সমর্থন করে কারণ এখানে ব্যক্তিকে পঞ্চস্কন্ধ থেকে পৃথক করা হয়েছে। পুদ্গলবাদীরা পর্যবেক্ষণ করেছেন যদি ব্যক্তি এবং স্কন্ধ অভিন্ন হত, তাহলে নিজের ভার নিজেই বহন করত, যা অযৌক্তিক। পুদ্গলবাদীরা আরও বলেন যদি পুদ্গল না থাকত, তাহলে বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা কীভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? যদি জ্ঞানের সমস্ত কাজ তাৎক্ষণিক হত, তবে কেউই সবকিছু জানতে পারত না। অন্যদিকে, একটি স্থায়ী ব্যক্তিবা পুদ্গল স্বীকার করা হত তাহলে সর্বজ্ঞতার জন্য একটি সম্ভাব্য ভিত্তি প্রদান করত। এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে যদি পুদ্গল কেবল পাঁচটি স্কন্ধ নির্ধারণের জন্য একটি শব্দ হয়, তাহলে বুদ্ধ কেন জীবকে শাড়ির সাথে চিহ্নিত করেননি? একইভাবে, বুদ্ধ কেন পুদ্গলকে অনির্দিষ্ট (অব্যক্ত) হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন? যদি এটির অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে ভগবান কেন স্পষ্ট ভাষায় বলেননি যে পুদ্গলের অস্তিত্ব নেই? গোঁড়া সম্প্রদায়গুলি এমন কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছিল যা পুদ্গল তত্ত্বের বিরুদ্ধে ছিল। তবে পুদ্গলবাদীদের মতে, এগুলি ছিল অপ্রমাণিত গ্রন্থ, কারণ এগুলি তাঁদের পিটক-এ পাওয়া যায়নি। পুদ্গলবাদীদের নৈর্ব্যক্তিক ধর্ম ছাড়াও পুদ্গলের অস্তিত্ব সম্পর্কে দাবি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

১০। *Abhidharmakośa,* IX, P. 243ff.

১১। স্রোতাপন্নের নির্বাণলাভের জন্য সর্বাধিক সাতবার পুনর্জন্ম হতে পারে। *Kathavatthu, XII, 5.9*

১২। সংযুক্ত নিকায়, ৩, পৃঃ ২৬১-২৬২।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে সম্রাট অশোকের আমলে রাজধানী পাটলিপুত্রের অশোকারামে অনুষ্ঠিত তৃতীয় মহাসঙ্গীতিতে থের মোগ্‌গোলিপুত্ত তিস্‌স অসংখ্য দার্শনিক তত্ত্বের বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন। অসংখ্য দার্শনিক তত্ত্বের অন্তর্গত পুদ্গলবাদ হল অন্যতম। এই মতবাদকে কেন্দ্র করে পুদ্গলবাদী এবং থেরবাদীগণের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। থেরবাদীরা বাদযুক্তির মাধ্যমে পুদ্গলবাদীর মতের মধ্যে অসঙ্গতি প্রদান করার চেষ্টা করেছেন।

পুদ্গল সম্পর্কে বিতর্কটি শুরু হয় দুটি বিপরীত পক্ষের (পুদ্গলবাদী এবং থেরবাদী) প্রচেষ্টার মাধ্যমে, যাঁরা একে অপরের মৌলিক অবস্থানকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে খণ্ডন করার চেষ্টা করছেন। পূর্বপক্ষী অর্থাৎ পুদ্গলবাদীগণ মনে করেন যে, পুদ্গল বিদ্যমান।[১৩] থেরবাদীরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি উত্থাপন করেন যে, পুদ্গলকি নির্বাণ বা রূপের মতো অন্য কোনও বাস্তব এবং চূড়ান্ত বস্তুর মতো একইভাবে পরিচিত? থেরবাদীরা আরও নিশ্চিত করতে চান যে পুদ্গলবাদীরা পুদ্গলের অস্তিত্বকে নিবাণের মতো অপরিবর্তনীয়, চির-বিদ্যমান বাস্তবতা হিসেবে স্বীকার করেন, নাকি রূপের মতো গঠিত বস্তু হিসেবে, নাকি এটিকে মরীচিকার মতো মিথ্যা বলে মনে করেন, নাকি কেবল গুজব হিসেবে দেখেন? পুদ্গলবাদীরা সম্ভাব্য চারটি শ্রেণীকেই অস্বীকার করেন কিন্তু তাঁরা মনে করেন যে পুদ্গল বাস্তব এবং চূড়ান্ত সত্য হিসেবে পরিচিত। এখন পুদ্গলবাদীদের গৃহীত এই দুটি অবস্থান থেরবাদীদের কাছে পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয় এবং তাঁরা পূর্ববর্তীটির খণ্ডনযোগ্যতা দাবি করে। এতে, পুদ্গলবাদীরা চারগুণ প্রতিক্রিয়া উত্থাপন করেন। তাঁরা থেরবাদীদের পাল্টা প্রশ্ন করেন যে, তারা কি স্বীকার করেন যে পুদ্গল একটি বাস্তব এবং চূড়ান্ত সত্যের অর্থে পরিচিত নয়? থেরবাদীগণ বলেন উপরোক্ত অর্থে জানা যায় না। এখন তাঁদের আরেকটি প্রশ্ন করা হচ্ছে, যেমন, পুদ্গল কি একইভাবে পরিচিত নয় যেমন কোনও বাস্তব এবং চূড়ান্ত জানা যায়? থেরবাদীরা নেতিবাচক উত্তর দেন, ঠিক যেমন থেরবাদীরা পুদ্গল বাদীদের বক্তব্যে পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের অভিযোগ করেছিলেন, পুদ্গলবাদী তাদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের জন্য অভিযোগ করেন।

থেরবাদীরা যৌক্তিক দ্বন্দ্ব খোঁজার পরিবর্তে কিছু সোজা প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তদনুসারে জিজ্ঞাসা করে- পুদ্গল কি পরমর্থে সত্য অথবা সত্য নয়, অর্থাৎ পুদ্গল কি সর্বত্র(সব্বথা), সর্বদা (সব্বদা), সবকিছুতে (সব্বেসু) বাস্তব এবং চূড়ান্ত বা পরমঅর্থ হিসাবে একইভাবে পরিচিত?[১৪] পুদ্গলবাদীদের মতে, পুদ্গলকে সর্বোচ্চ অর্থে বাস্তব হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। থেরবাদীগণের মত অনুসারে পুদ্গলবাদীর এই তত্ত্বে মূলত একটি অসঙ্গতি এবং এটি তাদের খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট।

এছাড়াও কিছু বাস্তব বিষয় যেমন- স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু এবং ইন্দ্রিয়, ইত্যাদির সাথে তুলনার ভিত্তিতে পুদ্গলবাদের অসঙ্গতি প্রতিপাদন করা হয়েছে। থেরবাদীরা পুদ্গলবাদীদের প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, পুদ্গলকে কি সাতান্নটি উপাদানের, অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ, যেমন রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান, বারোটি ইন্দ্রিয়, (আয়াতন), আঠারোটি ধাতু এবং বাইশটি নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির মতো বিদ্যমান বলে বিবেচনা করা উচিত? যেহেতু পুদ্গলবাদীরা পুদ্‌গলের অস্তিত্ব স্বীকার করেন ঠিক যেমন অন্যান্য বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। তবে, থেরবাদীদের দ্বারা উত্থাপিত আরেকটি বিষয় তারা স্বীকার করতে নারাজ, যেমন, পুদ্‌গল কি এই উপাদানগুলি থেকে আলাদা? পুদ্গলবাদীরা এই অর্থ অস্বীকার করেন। তাঁরা দীঘ নিকায় অনুচ্ছেদ

[১৩]। পুগগলো উপলবভ্যতি সচ্চিকত্থপরমত্থেনা তি। *Kathavatthu, I,1*

[১৪]। *Kathavatthu, pp,10-11*

থেকে উদ্ধৃত করেন: 'অত্থি পুগ্গল অত্তহিতায় পতিপন্নো'[১৫], অর্থাৎ, 'এমন একজন ব্যক্তি আছেন যিনি নিজের ভালোর জন্য কাজ করেন', যা ইঙ্গিত করে যে পুদ্গল বিদ্যমান কিন্তু উপাদানগুলি ছাড়া নয়। এটি এমন একটি অবস্থান যা থেরবাদীদের কাছে অযৌক্তিক বলে মনে হয়। পুদ্গল এবং রূপ (বস্তুগত গুণ), বেদনা (অনুভূতি), ইত্যাদি বাস্তব এবং চূড়ান্ত সত্যের অর্থে পরিচিত এবং তারা একে অপরের থেকে পারস্পরিকভাবে পৃথক নয় (অর্থাৎ, পুদ্‌গল এবং রূপ অথবা পুদ্‌গল এবং বেদনা ইত্যাদি) এটা বলা পরস্পরবিরোধী এবং তাই থেরবাদীরা পুদ্গলবাদীদের এই মতকে খণ্ডন করেন।

থেরবাদীগন বলতে চান পুদ্গলবাদীরা দুটি দৃষ্টিভঙ্গির (উচ্ছেদবাদ ও শাশ্বতবাদ) মধ্যে যেকোনো একটি মতকে স্বীকার করতে হবে। তারা পুদ্গলবাদীদের প্রশ্ন করেন যে ব্যক্তি কি একই রকম? রূপ, অথবা রূপ থেকে ভিন্ন, অথবা রূপে আছে, অথবা রূপ ব্যক্তিতে আছে? পুদ্গলবাদীরা চারটি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ, তাঁরা জানেন যে এই মতামতগুলি উচ্ছেদবাদ অথবা শাশ্বতবাদকে বোঝায়। যদিও পুদ্গলবাদীরা মনে করেন যে ব্যক্তি রূপ এবং অন্যান্য উপাদানের মতো একই প্রকৃতির, তাই তাঁরা এই ব্যক্তিকে রূপ এবং অন্যান্য উপাদানের থেকে পৃথক এবং স্বাধীন একটি উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেন নি।

এরপর, থেরবাদীরা ব্যক্তির লক্ষণ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে তাদের অবস্থানকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেন। যেমন- ব্যক্তি কি রূপের মত কারণ (সপ্পচ্চয়) এবং গঠিত (সংখত) নাকি নিব্বানের মতো কারণহীন (অপ্পচ্চয়) এবং অগঠিত (অসম্খত)[১৬] ? এটি কি শাশ্বত নাকি এটি ক্ষণস্থায়ী? পুদ্‌গল বাদীরা ব্যক্তিকে দুটি শ্রেণীর যেকোনো একটিতে রাখতে অস্বীকার করেন। পরিবর্তে, তারা বুদ্ধের উদ্ধৃতির উল্লেখ করেন 'অত্থি পুগ্গল অত্তহিতায় পতিপন্নোতি', অর্থাৎ, 'এমন একজন ব্যক্তি আছেন যিনি নিজের ভালোর জন্য কাজ করেন', এবং থেরবাদীদের প্রশ্ন করেন যে এই অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ব্যক্তি কি সপ্পচ্চয় এবং সংখত নাকি অপ্পচ্চয় এবং অসংখত? থেরবাদীরা উভয় অবস্থানকেই অস্বীকার করেন কারণ তাদের মতে, পুদ্গল শব্দটি কেবল একটি সম্মুতিসচ্চ, অর্থাৎ, প্রচলিত সত্য।

থেরবাদীরা পুদ্গলবাদীদের তিনটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন পুদ্গল বা ব্যক্তির ধারণা স্পষ্ট করার জন্য। তারা জানতে চান যে, রূপধাতুর পুদ্গল কি রূপী, কামধাতুর কামী এবং একইভাবে অরূপধাতুর অরূপী? পুদ্গলবাদীরা প্রথম এবং তৃতীয় প্রস্তাব স্বীকার করেন কিন্তু দ্বিতীয়টি স্বীকার করেন না। বুদ্ধঘোষের মতে, পুদ্গলবাদীরা প্রথম বিষয়টি স্বীকার করেন কারণ জড় দেহের অস্তিত্ব ঘটে, যা বাস্তবতার ধারণা তৈরি হয়। তারা দ্বিতীয় বিষয়টি অস্বীকার করে কারণ একজন ব্যক্তি আবেগহীন জগতে থাকতে পারেন, এবং তাই বস্তুগত গুণের ধারণার বাস্তবতা নেই। তাঁরা তৃতীয় বিষয়টি স্বীকার করেন কারণ একজন পুদ্গল অশরীরী থাকতে পারেন, এবং তাই আবার বাস্তবতার ধারণাও রয়েছে। তাঁরা যুক্তি দেন যে পুদ্গল=সত্তা=জীব এবং কায়া শরীর। যদিও পুদ্গলবাদীরা জীব এবং শরীরীর পার্থক্য স্বীকার করেন না, তবে তাঁরা মনে করেন যে, কায়া অবশ্যই পুদ্গল থেকে ভিন্ন কারণ 'সো কায়ে কায়ানুপসস্‌সি বিহরতি' ইত্যাদি বিবৃতি রয়েছে, অর্থাৎ, 'তিনি দেহের মধ্যে দেহকে চিন্তা করেন', যেখানে 'সো', অর্থাৎ, 'তিনি', পুদ্গলকে উল্লেখ না করে থাকতে পারেন না।

থেরবাদের দৃষ্টিকোণ হল যেকোনো কিছু হয় একটি নির্দিষ্ট উপাদান বা উপাদানের সাথে অভিন্ন হবে অথবা এটি তার থেকে পৃথক হবে। পুদ্গল এর বিরোধিতায় থেরবাদীগণ পুদ্গলবাদীদের দুটি বিকল্পের মধ্যে

১৫। Dīgha Nikāya, III, P. 181

১৬। *Kathavatthu*, PP. 29-30.

একটিকে গ্রহণ করার কথা বলেন। অর্থাৎ, পুদ্গলকে স্কন্ধের সাথে চিহ্নিত করা উচিত, অন্যথায় পুদ্গলকে স্কন্ধের থেকে পৃথক করতে হবে। যখন পুদ্গলবাদীরা নিশ্চিত করেন যে, পুদ্গলকে বাস্তব হিসেবে জানা যায়, তখন থেরবাদীরা জানতে চান যে নির্বাণ যেমন বাস্তব, ঠিক তেমনই কি এটিও বাস্তব? পুদ্গলবাদীরা একথা স্বীকার করেন। কিন্তু থেরবাদীরা বলতে চান যে যদি নির্বাণ ইত্যাদি বাস্তব হয় তাহলে পুদ্গলকেও বাস্তব বলা উচিত, যেহেতু তারা প্রথম বিকল্পে পুদ্গলকে অন্যান্য বস্তুর মত বাস্তব বলেছেন। ফলত দেখা যাচ্ছে যে পুদ্গলবাদীগণের মতের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা যায়। এইভাবে থেরবাদিগণ বিভিন্ন যুক্তির উপস্থাপনা করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে পুদ্গল সংক্রান্ত মতবাদের মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে।

সর্বশেষে, পুদ্গল বা ব্যক্তি সম্পর্কিত বিতর্ক বৌদ্ধ দর্শনে এক গুরুত্বপূর্ণ এবং গভীরভাবে আলোচিত বিষয়। কথাবত্থু গ্রন্থের আলোকে, পুদ্গলবাদ ও থেরবাদীদের মধ্যে সংঘাত শাশ্বতবাদ ও উচ্ছেদবাদকে কেন্দ্র করে গভীর দার্শনিক বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। পুদ্গলবাদীরা ব্যক্তির অস্তিত্বকে মেনে নিয়ে এটি শর্তযুক্ত হিসেবে অস্বীকৃতি জানান। তাঁদের মতে, ব্যক্তি বা পুদ্গল এক ধরনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান থাকে। তারা বুদ্ধের উদ্ধৃতি দিয়ে পুদ্গলের অস্তিত্বকে সমর্থন করেন, কিন্তু থেরবাদীরা এই দাবিকে বিশ্লেষণ করে এর অসঙ্গতি তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। থেরবাদীরা এও প্রশ্ন তোলে যে, পুদ্গল কি বস্তুগত গুণের সাথে অভিন্ন, নাকি তাদের মধ্যে কোনও বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্ভব? উভয় পক্ষই যুক্তি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার সময়, তারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের অবস্থানকে দৃঢ় করার চেষ্টা করেন। বৌদ্ধ দর্শনের এই বিতর্কটি কেবল তাত্ত্বিক নয়, বরং বৌদ্ধ দর্শনের মৌলিক নীতি এবং আত্মার পরিচিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলে। এইভাবে, পুদ্গলবাদ ও থেরবাদীর বিতর্ক আধুনিক দার্শনিক চিন্তার নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে এবং উভয়ের মধ্যে যে সমঝোতা বা সংঘাত সৃষ্টি হয়, তা বৌদ্ধ ধর্মের বৈচিত্র ও বিকাশের একটি অনন্য প্রতিফলন।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্ত। থেরবাদ ও মহাযান বৌদ্ধধর্ম। কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৫।
২. চট্টোপাধ্যায়, সুনীল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ২য় খন্ড, ১৯৯০-৯২।
৩. চৌধুরি, সুকোমল। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। কলিকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৪।
৪. বাগচী, প্রবোধচন্দ্র। বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য। কলিকাতা, কলিকাতা ভারতী ভবন, ১৩৯৫।
৫. বন্দোপাধ্যায়, অনুকূলচন্দ্র বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম। কলিকাতা, শ্রী মদন মোহন চৌধুরী ও শ্রী দামোদর প্রেস। ১৯৮৯।
৬. বাসু, উজ্জল বড়ুয়া। অভিধর্মপিটকে কথাবত্থু। চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, এশিয়ান গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টার্স, ২০১৬।
৭. বড়ুয়া, বেণী মাধব। সূত্রপিটকে মধ্যমনিকায় (প্রথম খন্ড)। কলিকাতা, যোগেন্দ্র রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড, ১৯৪০।
৮. বড়ুয়া, সুমঙ্গল। সূত্রপিটকে অঙ্গত্তর নিকায় (প্রথম খন্ড) [একক, দুক ও তিক নিপাত]। রাজবন বিহার, রাঙামাটি, বাংলা ই-ত্রিপিটক জ্ঞানলোক ভিক্ষু, ১৯৯৮।
৯. ভট্টাচার্য, অনন্তকুমার। বৈভাষিক দর্শন, কলিকাতা। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৫৫।
১০. রায়, শরৎকুমার। বৌদ্ধভারত। কলিকাতা, চক্রবর্তী চাটার্জি এন্ড কোং লিমিটেড, ১৯৩৯।

১১. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। বৌদ্ধ ধর্ম। কলিকাতা, পূর্ব্বাশা লিমিটেড, ১৩৫৫ (বাংলা)।

১২. হালাদার (দে), মনিকুন্ডলা। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস। কলিকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৭।

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

1. AunG, Shwe Zan, & Davids Rhys, Points of Controversy or Subject of Discourse, London, Humphrey Milford, 1915
2. Banerjee, A.C, Sarvastivada Literature, Calcutta, Calcutta Oriental Press Private Limited, 1957
3. Barua, Alka, Kathavatthu (A critical & philosophical study), New Delhi, New Bharatiya Book Corporation, 2006.
4. Conze, E.A, Short History of Buddhism, Bombay, The Buddhist Library, 1960
5. Dhammajoti, K.L, Sarvāstivāda Abhidharma, University of Hong Kong, Centre for Buddhist Studies, 2019
6. Dube S.N, Cross Currents in Early Buddhism, New Delhi, Manohar, 2024
7. Dube S.N, "Kāthāvatthu: A Unique Pali Text", Studies in Humanities and Social Science, vol-xii, no. 2, 2005, Shimla
8. Dutt, N, Buddhist Sects in India, Calcutta, K.L. Mukhopadhyay, 1970.
9. Dutt, N, Early History of the Spread of Buddhism and Buddhist Schools, New Dilhi, Rajesh Publications, 1930
10. Ganeri, Jonardon, "Argumentation, Dialogue and The Kāthāvatthu" Journal of Indian Philosophy 29 (4), PP – 485-493, 2001
11. Hazra, K.L, History of the Theravada Buddhist in South East Asia, Dilhi, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt, Ltd, 1982
12. Kajiyama, yuichi, Realism of the Sarvāstivāda School, California, Emeryville, Ca: Dharma Publishing, 1977
13. Thomas, E.J, The History of Buddhist Thought,London, London Routledge & Kegan Paul Publication, 1959
14. Vasubandhu, Abhidharmakosa-Bhasya of Vasubandhu, Louis De La Vallee Poussin, (Trans), Delhi, Motilal Banarsidass publishers private limited, vol-ii, 2012, p.1690-1860